গাংনীতে নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতে স্কুল শিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সড়কের ইট, পাথর ও পীচ উঠে যাওয়ায় যান চলাচলের অনুপযোগী। কোন কোন রাস্তার মাঝে খানাখন্দ। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় প্রতিনিয়ত। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা থাকলেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিরা যখন উদাসীন ঠিক সেই মুহুর্তে নিজ উদ্যোগে সড়ক মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন শিক্ষক হাফিজুর রহমান মোকলেছ। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। নিজ ইউনিয়নের প্রধান সড়কসহ চারটি সড়কে প্রায় আড়াই কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করে এলাকার মানুষের প্রশংসায় ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের রাইপুর মাঠের মধ্যে হঠাত গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের সড়কের দুপাশ ভেঙ্গে ও গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদের জানানোর পরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি সংস্কারের। জনদুর্ভোগের কথা ভেবে তিনি নিজ উদ্যোগেই সংস্কার কাজে হাত দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জনসেবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে প্রশংসা করেছেন এলঅকাবাসি।

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মঙ্গল জানান, স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদেরকে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে জানানো হলেও কেউ কোন উদ্যোগ নেন নি। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে যে সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন তাতে সাধুবাদ জানাই। কৃষক আতিয়ার জানান, দীর্ঘদিন যাবত এলাকার জনগন দুর্ভোগে থাকলেও জনপ্রতিনিধিরা কোন উদ্যোগ নেয়নি রাস্তাটি সংস্কার করার। বিশেষ করে চাষিরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। মকলেছ মাস্টার রাস্তা সংস্কার করায় সকলেই বেশ উপকার পাচ্ছেন এবং পাবেন। একই কথা জানালেন কৃষক আব্দুল মোতালেব।

হাফিজুর রহমান মোকলেছ জানান, বেশ কিছুদিন যাবত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসি রাস্তায় চলাচলে ও মাঠের ফসল ঘরে তুলতে কষ্ট পাচ্ছেন। জনপ্রতিনিধিরা কেউ এগিয়ে না আসায় এ উদ্যোগ নেয়া

হয়েছে। যা খরচ হবে তা নিজেই বহন করবেন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, একজন শিক্ষক হয়ে উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে মহতি উদ্যোগ। সকলেরই এমন উদ্যোগ গ্রহন করা উচিৎ।

নারায়ণগঞ্জের ওই মসজিদ নীতিমালা মেনে হয়নি: প্রধানমন্ত্রী

বিস্ফোরণের ঘটনায় আলোচিত নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদটি নির্মাণে কোনো নীতিমালা মানা হয়নি বলে সংসদকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেছেন, মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এমন একটি জায়গায় যেখানে গ্যাসের লাইন ছিল সেই লাইনের ওপর। তার কোনো অনুমোদন ছিল না, কোনো নীতিমালা ছিল না।

বৃহস্পতিবার দুপুরে একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে সংসদ নেতা একথা বলেন। এসময় সংসদে সভাপতিত্ব করছিলেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সবাইকে নীতিমালা মেনে স্থাপনা নির্মাণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনা সত্যি খুব দুঃখজনক। মসজিদের কোনো অনুমোদন ছিল না, কোনো নীতিমালা ছিল না। জায়গাটাও কোনো মসজিদ কমিটির না। এইভাবে অপরিকল্পিত করার ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, কতগুলো জীবন ঝড়ে গেল। ভবিষ্যতে কেউ যদি কোনো স্থাপনা করেন অন্তত নিয়ম নীতিমালা মেনে করবেন। যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনায় আর পড়তে না হয়। সেটাই হচ্ছে কথা।
এই ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সংসদ নেতা বলেন, নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা অনেক মুসল্লিকে হারিয়েছি। নামাজ পড়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, এটা অত্যন্ত

দুঃখজনক। সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

সংক্ষিপ্ত এই অধিবেশন মাত্র ৫ কার্যদিবসে ৬টি বিল পাস হয়েছে বলে সংসদকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ৩টি বিল উত্থাপন হয়েছে।

স্পিডবোটে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, তাড়া খেয়ে ফিরল ৪০ চীনা সেনা

পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চরম উত্তেজনার মধ্যে আরও একবার ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করল চীনের পিপল’স লিবারেশ আর্মি, পিএলএ। গত মঙ্গলবার, ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, আবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে চীনা সেনা। সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকের পশ্চিম তীর দিয়ে মঙ্গলবার একাধিক স্পিডবোট চেপে চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লেকে ভারতীয় বাহিনীর সজাগ পাহারায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত সোমবার চীনা সেনার ২৫-৩০ জনের একটি দল চুশূলের মুখেরপরি পাহাড় দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সেদিনও পারেনি। ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফিরে যায়।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের ফিংগার-চার অতিক্রম করে চীনাসেনার একটি দল ভারতীয় ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। দুটি স্পিডবোট ৪০ চীনা সেনা ফিংগার তিনেকর দিকে এগোতে থাকে। গত মে মাস থেকে ফিংগার-ফোর দখল করে রেখেছে চীন। সেখানে লালফৌজের শিবিরও তৈরি হয়েছে। ফিংগার-তিনে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনার নজর উপেক্ষা করে এবার আর এগোতে পারেনি চীনা সেনার ৪০ জনের ওই দলটি। ভারত সতর্ক করলে, স্পিডবোট মুখ ঘুরিয়ে ফিংগার চারে ফিরে যায় চীনা সেনা।
২৯ ও ৩০ অগস্ট রেচিন লা ও রেজাং লা’র দখল নিতে সমর্থ হয় ভারতীয় সেনা। এই দুই অঞ্চল থেকে চীনের মল্ডো ক্যানটনমেন্টের উপর নজর

রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা। কৌশলগত গুরুত্বের কথা ভেবে চীনা সেনা চেষ্টা করবে এই শিখর দু’টি পুনর্দখল করার।

ভারতীয় সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। চীনা সেনা যেসমস্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে, সেখানে ভারতও ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান তৈরি রেখেছে। যে কোনও ধরনের চীনা আগ্রাসনের জবাব দিতে ভারত তৈরি। চীনের পক্ষ থেকে সামান্যতম উস্কানির চেষ্টা হলে, ভারতীয় সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে রাজনাথ সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গলওয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে, এ বার আর ভারত ছেড়ে কথা বলবে না।

বুধবার থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করে উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালছে চীন। সরকারি সূত্রে খবর, প্যাংগং লেকের উত্তরে, ফিংগার অঞ্চলে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে চীন। এর মধ্যে সংঘাতে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সেনাও অবগত। পিপল’স লিবারেশন আর্মির কার্যকলাপের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না ভারতীয় সেনা। পরিস্থিতি যদি সেদিকে এগোয়, ভারতকে প্রত্যাঘাত করতেই হবে, জানাচ্ছে সরকারি ওই সূত্র।

সূত্র : এই সময়।

আলমডাঙ্গার বাড়িতে বাড়িতে জ্বর ও শ্বাসকষ্টের রোগী

নাসিমা বেগম ৫ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। জ্বরের সাথে ঠান্ডা-কাশি ও শ্বাসকষ্টও রয়েছে। বাড়িতে তার ছোট ছেলেও জ্বরে পড়েছে। কিন্ত তিনি কোন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে যাননি। মোবাইলে গ্রাম্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাচ্ছেন। এখন কিছুটা ভাল বোধ করছেন।

নাসিমা বেগমের মত রহিদুল ইসলামও তিনদিন হচ্ছে জ্বরে পড়েছেন। তার প্রচন্ড ঠান্ডা ও কাশি রয়েছে। তিনিও চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতে

থেকেই ঔষধ খাচ্ছেন। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কেবল গলার স্বরটা ভেঙে গেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নাসিমা বেগম ও রহিদুল ইসলামের মত আলমডাঙ্গার প্রায় বাড়িতে বাড়িতে জ্বরে আক্রান্ত মানুষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাদের প্রায় সবাই বাড়িতে ঔষধ পথ্য খেয়েই সেরে উঠছেন। কেউ কেউ স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে বেশীরভাগই করোনা হতে পারে এই ভয় থেকে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা হাসপাতালমুখি হচ্ছেন না।

এই জ্বরকে কোন মতেই বৈশ্বিক মহামারি করোনার সাথে মেলাতে রাজি হচ্ছেন না চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, এটা ভাইরাল জ্বর। সাধারনত কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমেই এই জ্বর-কাশি ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কাজেই এটাকে নিয়ে আতংকের কিছু নেই।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই সময় প্রতি বছরই মানুষ ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হন। এটার সাথে করোনাকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমে এই জ্বর ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

জীবননগরে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেমিনার

“নিরাপদ অভিবাসন চান,সঠিক তথ্য জেনে যান,প্রশিক্ষণ নেব,দক্ষ হব,নিয়ম মেনে বিদেশ যাব” এই প্রতিপাদ্যে মানসম্পন্ন অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবননগরে দক্ষ যুব ও যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রেসব্রিফিং ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার সময় প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় এবং জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে এ প্রেসব্রিফিং, সেমিনার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ,ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার ওসি (অপারেশন) মোল্লা সেলিম,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ,উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার,

মৎস্য অফিসার ফরহাদুর রেজা,সমবায় অফিসার মতেহার হোসেন,সহকারী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী রাজিব হোসেন,জীবননগর ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন জালাল,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,সাংবাদিক শামসুল আলম, সালাউদ্দিন কাজল, আতিয়ার রহমান, শামসুর রহমান, ফয়সলা মাহাতাব মানিক, মিঠুন মাহমুদ, চাষী রমজান, মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক হাসান আল কামাল ।

কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে ধানের চারা রোপণ

কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’র মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ। এ যন্ত্র দিয়ে রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা। এতে সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থের, কমছে উৎপাদন খরচ আর অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা। কৃষিবান্ধব এই যন্ত্রটির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি জমিতে ধান রোপণ করা সম্ভব হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার চাষীরা ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ করছেন এবং পাকা ধান কম্বাইন্ড হারভেস্টর দিয়ে কাটছেন। এতে অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে একজন শ্রমিক দিনে ৩ থেকে ৪একর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারেন। এতে সাশ্রয় হয় সময় ও অর্থের।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এই যন্ত্র দিয়ে একসঙ্গে ৬ লাইনে ধানের চারা রোপণ করা যায়। ধানের চারা রোপণে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে রোপণ খরচ ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে কমপক্ষে চারজন শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এতে খরচ হয় কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে এক বিঘা জমিতে ধান রোপণ করতে খরচ হয় ৫ শ থেকে ৭শ টাকা। এছাড়া রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা রোপণ করলে লাইন সোজা হয়। ফলে পরবর্তীতে আগাছা দমন, সার ও কীটনাশক ছিটানো ও ধান কাটা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে কৃষকেরা অধিক লাভবান হচ্ছেন।

বুধবার বিকালে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া ব্লকের গৌড়দহ গ্রামে কৃষক সুরমান আলীর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা (বিআর২৩) রোপণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে এ রোপণ কাজের উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

এ সময় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, এসএপিপিও মোঃ ফরহাদ শরীফ ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মাহিরুল ইসলাম, মোঃ গোলাম হোসেন এবং মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ উদ্বোধনকালে ইউএনও লিংকন বিশ্বাস বলেন, সরকার কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। মেশিনের মাথ্যমে ধান রোপণ ও মাড়াই হলে চাষীরা অধিক লাভবান হবেন। আর মেশিন ক্রয়ে সরকার চাষীদের আর্থিক সহায়তা করছে।

তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে ধানের চারা, সার, বীজ দিয়ে সহযোগিতা করছে। সরকার কৃষকের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করছে। আর এসব যন্ত্র ক্রয়ে সরকার কৃষককে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে। ফলে কৃষক অধিক লাভবান হচ্ছেন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, আগামীর কৃষি মানেই যন্ত্রনির্ভর কৃষি। যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করেছি। এর মূল কারণ হচ্ছে অল্প সময়ে অধিক জমিতে চারা রোপণ করা। উৎপাদন খরচও কমে যাবে, কৃষক লাভবান হবে।

আরেক কৃষক পল্টু বিশ্বাস বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা (৩৩শতাংশ) জমির ধার রোপণ করতে আমাদের ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা খরচ হয়। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপণ করলে মাত্র ৫শ টাকা থেকে ৭টাকা খরচ হয়। মেশিন দিয়ে ধান রোপণ করলে আমাদের উৎপাদন খরচ কম হয়। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হলে সরকারকে আরও বেশি সহযোগিতা করার দাবি জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধান চাষ কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ১০০ হেক্টর জমিতে রাইস ট্রান্স প্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রাইস ট্রান্স প্লান্টার মেশিন, কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন ক্রয়ে সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করছে।

কোটচাঁদপুরে ইউএনও’র নিরাপত্তায় সশস্ত্র আনসার মোতায়েন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপনের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র আনসার মোতায়েন করা হয়েছে।

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউএনও ওয়াহিদা খানমের উপর হামলার পর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশের ইউএনও’দের বাসভবনে সশস্ত্র আনসার মোতায়েন এর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

তারই ধারাবাহিকতায় গত শুক্রবার (০৪ সেপ্টেম্বর) কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)’র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চার জন সশস্ত্র আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। সশস্ত্র আনসার সদস্যরা ইউএনও’র কার্যালয় ও বাসভবনে দায়িত্ব পালন করছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

প্রসঙ্গ, গত ২ সেপ্টেম্বর (বুধবার) রাতে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউএনও ওয়াহিদা খানমের সরকারি বাসভবনে ঢুকে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা।

এতে ইউএনও মাথায় গুরতর আঘাত পায় এবং তার বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে পালিয়ে যায়।

এ কারণে সারাদেশের ইউএনওদের নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়। ওই সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সকল সশস্ত্র আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারে ভূমি সেবা সহজিকরণ হচ্ছে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন জনগণকে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের খতিয়ান সংগ্রহ করতে দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এখন সেবা প্রত্যাশীরা সহজেই এ সব সেবা পাচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একদিনের মধ্যেই সরকারের পক্ষে এ সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ভূমি সেবা সহজিকরণে প্রযুক্তির বিকল্প নেই। তাই ভবিষ্যতে ভূমিসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পরিসর আরও বাড়াতে হবে। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বুধবার বিকালে জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা রাজস্ব সম্মেলন ও ভুমি সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা গুলো বলেন।

ভূমি সংশ্লিষ্ট সব সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণ যেন ভূমি অফিসে কোনোধরনের হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলো দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভূমিসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরই মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভূমি জরিপসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ডিজিটালাইজেশন করা হবে।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যেয়ে তাদের সেবা দিয়ে খুশি করাতে ভূমি সংস্কার সহজ করা হয়েছে। ডিজিটাইলজড করা হয়েছে। ফলে মানুষ ভোগান্তী থেকে রেহায় পেয়েছে।

জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে দেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারী, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।

ভূমি সচিব বলেন, ভুমি অফিসে কোন দালাল থাকবে না। দালাল রোধে জন্য মোবাইল কোর্ট আছে। দালালের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেহেরপুরসহ সারাদেশের খতিয়ান আমরা অনলাইনে দিয়ে দিয়েছে। যাতে জমির মালিকরা যে কোন যায়গাতে বসেই তার জমির মালিকানা বুঝতে পারে। পরচা তুলতে আগে মিনিমাম সাত দিন লাগতো এখন সেটা একদিনেই সম্ভব।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য জেলা রাজস্ব নিয়ে আলোচনা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইদুর রহমান, আরডিসি রাকিবুল ইসলাম, জেলা জজ কোটের জিপি শাজাহান আলী, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন কর্মকার, সদর এসি ল্যান্ড মো: মাইন উদ্দিন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভ’মি সেবা

সহজিকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

হতাহতের পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে দিতে তিতাসকে নির্দেশ

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় পাঁচ লাখ টাকা করে দিতে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আদালতের আদেশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে এ টাকা দিতে বলা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ডিসিকে ভুক্তোভোগীদের মাঝে এ টাকা বিতরণ করতে বলেছেন আদালত।

এ সংক্রান্ত একটি রিটের শুনানি নিয়ে বুধবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার রুলসহ এ আদেশ দেন।

দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মার-ই-য়াম খন্দকার সোমবার জনস্বার্থে এ রিট আবেদন করেছিলেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী তৈমুর আলম খন্দকার। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্তি অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর-উস সাদিক।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন আরও ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসকরা।

নেত্রকোনার গুমাই নদীতে নৌকাডুবি, ৯ লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার কমলাকান্দা উপজেলার গুমাই নদীতে বালুভর্তি নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে যাত্রীবোঝাই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

বোড়কাপন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একেএম হাদিছুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৩৫ যাত্রী নিয়ে নৌকাটি ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থেকে নেত্রকোনার কাকড়গোনা এলাকায় যাচ্ছিল।

বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে বালুবাহী নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে যাত্রীবোঝাই নৌকাটি ডুবে যায়। ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কাজী আবদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। জেলা ফায়ার সাভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেয়া হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর